OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 95
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 89 - 95
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প অবলম্বনে বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নারী জীবন

রজনিতা ভৌমিক
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rajonitaslg96@gmail.com

***Received Date** 21. 09. 2024*
***Selection Date** 17. 10. 2024*

Keyword
Globalisation, women empowerment, Freedom, women, utilization of technology.

Abstract
Globalization is an international phenomenon that originated in the late 1970s and has spread worldwide. As a result, global production, employment and markets are affected. As a result, radical changes can be observed in women's lives. Its influences are observed in Bengali and world literature. One such writer is Sangita Bandyopadhyay. Her motifs of writing different types of people. They came up in her stories. She is an eyewitness to the misery of women's lives and this essay is about their lives influenced by globalization.

Discussion

সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে মানবজীবন ও মানবজীবন চর্যারও অগ্রগতি ঘটে। সেই সমস্ত কিছুর প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। প্রতিটি সময় তাতে ধরা থাকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জালে। তেমনই বাংলা সাহিত্যে উত্তর-আধুনিক পর্বের অন্যতম জনপ্রিয় লেখিকা হলেন সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সময়ের নানান চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর সৃষ্টিকল্পে। ১৯৭৪ সালে তাঁর জন্ম, শিক্ষাজীবন শুরু কারমেল কনভেন্ট থেকে পরবর্তীতে বাগবাজার মাল্টিপারপাস গার্লস স্কুল ও গোখেল কলেজে। মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় পরবর্তীতে 'অনেক অবগাহন' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'শঙ্খিনী' ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অসংখ্য উপন্যাস সহ প্রায় শ'খানেক ছোটগল্প রচনা করেছেন তিনি। 'মহাপৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অধ্যয়ন' তাঁর রচনার মূল উপাদান। তাঁর গল্পগুলির মূল উপাদান সম্পর্কে পঞ্চাশটি গল্প সংকলন থেকে জানা যায় যে—'সঙ্গীতার গল্পগুলির মধ্যে একটা পরম্পরা যদি খুঁজতেই হয়, তাহলে নারীর মুক্ত মন ও বৌদ্ধিক চেতনার পারম্পর্য খুঁজে পাওয়াটাই সেখানে অবধারিত। সেই স্পন্দিত মুক্ত মনন, নারীকে অন্তঃকরণে একা অথচ বিশিষ্ট করে তোলে। পুরুষেরা সঙ্গীতার জগতে প্রায় সেকেন্ড সেক্স। ছায়া ছায়া। চায়ের কাপের থেকে ওঠা ধোঁয়ার মতো। বিচ্ছিন্ন। তাঁর নারীবাদী যেন সেই আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ব যেখানে নারীমুক্তি ঘটে গেছে। এখানে নানান গল্পে তিনি এঁকেছেন সমস্ত শৃঙ্খল খুলে যাওয়ার পর নারীর জীবনের ছবি। এঁকেছেন তাদের জীবন কীভাবে মিশে যাচ্ছে প্রতিবন্ধকতাহীন এক মানস নিসর্গে।'

একুশ শতকের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে লেখিকা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন সময়ের সমাজ চিত্রকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। বর্তমান সময়ের মানুষের পরিবর্তিত আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, চাহিদা, রুচিশীলতা প্রভৃতি তাঁর গল্পে বারবার উঠে এসেছে। যেমন—

'অনিতা, জয়িতা, সঞ্চিতারা' গল্পটিতে একুশ শতকের ভোগবাদী ভাবধারায় পুষ্ট কিছু মানুষের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে রচিত। গল্পটি মূলত সঞ্চিতা এবং সিদ্ধার্থের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে নিয়ে। স্বামী সন্তান নিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সত্ত্বেও সঞ্চিতা লালসার বশবর্তী হয়ে সিদ্ধার্থের প্রেমে পড়ে কিন্তু যখন সে জানতে পারে সঞ্চিতা ছাড়াও সিদ্ধার্থের বিবাহ বহির্ভূত আরো অনেকগুলি সম্পর্ক আছে তখন সে প্রতিবাদ করে ওঠে। কিন্তু তাতেও কোনো সুরাহা মেলেনি যখন সিদ্ধার্থ সঞ্চিতাকে তাদের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তার চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়। এরপরই শুরু হয় সিদ্ধার্থের অবজ্ঞা এবং ভয় দেখানো। তীব্র ভোগ সুখের বশবর্তী হয়ে সঞ্চিতা তার স্বামী সন্তানকে ছাড়তেও তৈরি হয়। স্বামী দিব্য সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে তার স্ত্রী সন্তান এবং বৃদ্ধা মায়ের সমস্ত সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করতে। ঠিক সেই সুযোগের অপব্যবহার করে সঞ্চিতা দিনের পর দিন তার স্বামীকে ঠেকাতে পিছ পা হয়নি। বর্তমান যুগের এও এক সামাজিক অবক্ষয়। যার ফলে সামান্য শারীরিক সুখের লোভে সঞ্চিতা পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। সঞ্চিতা ছাড়াও গল্পের অন্যান্য চরিত্ররা যেমন জয়িতাও শুধুমাত্র সিদ্ধার্থের জন্য তার স্বামী দেবাশিসের সঙ্গে তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের সুখী দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। গল্পের মূল চরিত্ররা তথা অনিতা, জয়িতা, শ্রীমিতা, রঞ্জনারা শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদার লোভে নিজেদের আত্মসম্মান, নিজেদের সুখী সংসারকে ধ্বংস করে সিদ্ধার্থের কাছে ছুটে গেছে। আর সিদ্ধার্থের কাছে এরা সবাই যেন এক একটি খেলনা বস্তু। গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা গেছে যে, গল্পের নারীচরিত্ররা সিদ্ধার্থের থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে রাজ বসু নামের একজন সম্ভ্রান্ত ডাক্তারকে বেছে নিয়েছে। বিনোদন এবং ভোগবাদী লালসার শিকার এই গল্পের চরিত্রগুলি তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনকে ছেড়ে বারবার বিকৃতিকেই বেছে নিয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে ভোগবাদ থেকে যান্ত্রিকতা এবং নারীদের যে অবক্ষয় তার সুস্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে গল্পটিতে।

গল্পের শুরুতেই দেখা গিয়েছে সঞ্চিতার শাশুড়ির মন্ত্রমুগ্ধের মতো টেলিভিশনে 'অনুসন্ধান' দেখার চিত্র। সত্তরের দশকের পরবর্তী সময়ে টেলিভিশনের আবির্ভাবের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত জীবনে এল বিশাল পরিবর্তন। বাড়ির কর্তার পাশাপাশি বাড়ির কর্ত্রীরও তাদের অবসর সময়ের এক সঙ্গী মিলে গেল। তেমন চিত্রই দেখা গিয়েছে গল্পের শুরুতে—

> "শাশুড়ি টিভিতে 'অনুসন্ধান' দেখছিলেন আর ড্রিমকে খাওয়াচ্ছিলেন। 'হায় রে পোড়া বাঁশি' গানটা শুনে সঞ্চিতাও খাওয়া ভুলে টিভিতে চোখ রাখল। গানটা শেষ হওয়া অবধি চোখ সরে না! সত্যি অমিতাভ! শাশুড়িও মুগ্ধ! হয়তো নিজের সময়ে ফিরে গেছেন উনিও, যেমন এই মুহূর্তে সঞ্চিতারও মনে পড়ে যাচ্ছে মায়ের সঙ্গে তারা দুই বোনে মিলে 'অনুসন্ধান' দেখতে গিয়েছিল। তারপর ক'দিন শুধুই 'অনুসন্ধান' আর 'অনুসন্ধান'।"[১]

টেলিভিশনে দেখা বিভিন্ন চরিত্রগুলির মতো সাজপোশাক কিংবা শারীরিক গঠন ভঙ্গি তৈরি করাটাও এখনকার হাল ফ্যাশন যা গল্পে লক্ষ করা গিয়েছে—

> "বিকেলবেলাটা শ্বশুরমশাই ড্রিমকে নিয়ে সামনের পার্কটায় গেলে সে একটা ঢোলা ঢোলা সালোয়ার কামিজ পরে জিম করে আসে। জিমে এই সময়টা তার মতো গৃহবধূদের ভিড়। বেশ আড্ডা ও হয়। সুখ-দুঃখের গল্প হয়। চা, সিঙ্গারাও হয় প্রায়ই। সে জিমও করে সিঙ্গারাও খায়! সিঙ্গারাটা খায় নিজের জন্য। জিম করে সিদ্ধার্থের কাছে আকর্ষক থাকবে বলে।"[২]

পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে সে সুখেই ছিল, ড্রিমের অর্থাৎ তার সন্তানের স্কুলে যাতায়াত করার সময় সে সিদ্ধার্থের প্রেমে পড়ে যায়। প্রায় মাস তিনেকের পরকীয়ার সম্পর্ক তাদের। স্বামী সন্তান শ্বশুর শাশুড়িকে ফাঁকি দিয়েই বেশ চলছিল তাদের।

> "এই রকম চলছে প্রায় মাস তিনেক। দিব্যটা বোকা বলে কিছু পরিবর্তন টের পায়নি, নইলে সত্যি বলতে দ্রিমের প্রতি টান যা থাকার তা আছেই কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এখন যা অবস্থা সিদ্ধার্থ একবার বললেই সঞ্চিতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও তৈরি! এবং সিদ্ধার্থ বলেওছে এমন কথা— বলেছে, ও সঞ্চিতাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। প্রয়োজন পড়লে সব ছেড়ে বেরিয়ে আসতেও পিছপা নয় ও। বউ, মেয়ে, বাড়ি ঘর— সব!"[৩]

বর্তমান যুগে পরকীয়া একটি সামাজিক ব্যাধি। বিশ্বায়নেরই পরোক্ষ ফল এটি। বিশ্বায়নের ফলে একটি ক্লিকেই মানুষের কাছে যেমন রোজ রোজ নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুস্থ-স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন। গল্পে দেখা যায়—

> "অসহ্য পুলক অনুভব করছিল সঞ্চিতা সেই মুহূর্তে! কী এমন আছে তার যে সিদ্ধার্থের মতো একটা ছেলে তার জন্য সাজানো সংসার ভেঙে ফেলতেও রাজি? তার ওপর পাঁচ বছরের বিবাহিত সে, একটা বাচ্চার মা! তাও তাকে এত কামনা করে একজন? কাজকর্ম ফেলে এভাবে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চায় কোলে? কত দূর থেকে ট্র্যাফিক ঠেলে নেতাজি নগরের মুখ থেকে তাকে তুলতে আসে সিদ্ধার্থ! সে গাড়িতে উঠে বসলেই গাল টিপে হাতে ভরে দেয় এয়ারলাইন্সের নিজস্ব চকোলেট, ক্যান্ডি এসব! বারবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, একটু ভুরু কোঁচকালেও চোখমুখ বিপন্ন হয়ে ওঠে ওর! এত ভালোবাসা, এত অসীম গুরুত্ব সঞ্চিতার সহ্য হয় না। যেন! দিব্যর সঙ্গে একটা দিনও আর থাকতে ইচ্ছে করে না! স্বামী সঙ্গ- উফ, দিব্য তাকে কিছু করছে ভাবলেই দম আটকে আসে তার! সিদ্ধার্থ চায় সময় হলেই সঞ্চিতা বেরিয়ে আসবে— সঞ্চিতাও এখন মনে মনে সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে আছে! কখনও কখনও তার মনে হয় সব ব্যাপারটা বড্ড দ্রুত ঘটে গেল। কী যে হচ্ছে ঠিকমতো ভেবে ওঠার সময়ও পায়নি যেন কিন্তু তারপরই তার মনে পড়ে সিদ্ধার্থের চোখদুটো এবং সে আবার নতুন করে যা হচ্ছে তাকেই সুন্দর ও মহৎ ভেবে নিয়ে পা বাড়ায়।"[৪]

সঞ্চিতার ভ্রম দূর হয় যখন সে জয়িতার কাছ থেকে জানতে পারে— 'ওর কিছুতেই শান্তি নেই রঞ্জনা! ওদিকে অনিতাকে ঠকাচ্ছে, এদিকে আমাকে ঠকাচ্ছে। ক'দিন আগেই শ্রীমিতা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলাম আমি! তখন আমাকে ছুঁয়ে বলল, 'আর এসব করব না!' তারপর আবার...'

সিদ্ধার্থের প্রতি এই সমস্ত অভিজ্ঞতা হওয়ার পর সে এসব ছেড়ে নতুন ভাবে জীবন সাজানোর চেষ্টা করে। 'দেখতে দেখতে মাসের পর মাস ঘুরে যায়'। তার এই একাকীত্ব নিঃসঙ্গতার জীবনে পুনরায় জয়িতার প্রবেশ ঘটে—

> "জয়িতা বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব?'
> 'বলো?'
> 'দেখো তুমি রাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারো। ডাক্তার, হ্যান্ডসাম, কথাবার্তাও খুব সুন্দর, সিদ্ধার্থর মতো 'র' নয়, সোবার, তোমার সঙ্গে বনবে ভালো! আলাপ করবে?'
> সে বলল, অনেক ভেবে বলল অবশ্যই, 'আচ্ছা! ঠিক আছে! পরিচয় হতে তো ক্ষতি নেই'।"[৫]

এইভাবেই চলতে থাকে তার জীবন।

উত্তর-আধুনিকতার ভাবধারায় রচিত গল্পটিতে প্রতিটি চরিত্রই ভোগবাদ ও বিনোদন দ্বারা পরিচালিত। শুরুতেই যদি তার শাশুড়ির দিকে আলোকপাত করা যায়, দেখা যাচ্ছে যে টিভিতে সিনেমা দেখাটাই তার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠছে বাকি সবকিছু থেকে। অপরদিকে তার পুত্র দিব্য যেন সবকিছু ছেড়ে টাকার নেশায় দিন রাত এক করে ছুটে চলেছে।

যার ফলে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ায় স্ত্রী সঞ্চিতা পর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু পরকীয়া যেন এক মায়াজাল বহু চেষ্টা করেও গল্পের নারীচরিত্রগুলি এর থেকে নিস্তার পায়নি।

‘তোমরা কেমন আছ?’ গল্পটি শুরু হয় বান্ধবীদের গেট টুগেদারের চিত্র দিয়ে—

> “মৃদুলার মুখে একটা চিড়িক চিড়িক হাসি খেলছে দেখতে পেল রূপালি। দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে হাসিটা। কী ব্যাপার? বান্ধবীদের সবাইকে ‘আয়, আয়, বাবা, কী ভাল রে শাড়িটা, কী সেজেছিস, তুই এত ঘামলি কেন? কীসে এসেছিস? ওমা তাই? আমাদের লিফটের ফ্যান চলছে না? এত সব কেন আনলি? শুধু দই আনলেই হত। বোস, বোস! এই পেইন্টিংটা? এটা ধারণাকে গিফট করেছে, অতুল খাস্তগির, নাম শুনিসনি? খুব নামী পেইন্টার, রামের পেশেন্ট। তোর দাঁতে ব্যথা কেমন রে? তুই হো চি মিন সরণির ওখানে চলে যা, জাস্ট আমেরিকান সেন্টারের পাশে, ওরা খুব ভাল। বাট হেভি কস্টলি।”[৬]

দুই বান্ধবীর কথোপকথনের চিত্র দ্বারা গল্পকার বর্তমান সমাজের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। দেখনদারি সর্বস্বতার যুগে দাঁড়িয়ে বন্ধুত্ব নির্ভর করে টেক্কা দিয়ে গড়া বড় বড় স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট কিংবা দামী কোনো আসবাব পত্র যা সবার মধ্যে আলাদা। সাধ্যের বাইরে গিয়েও নিজেকে সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার লড়াই যেন ক্রমাগত বর্তমান সমাজের প্রতিটি মানুষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সামাজিক চাহিদার দৌলতে বিরাট বড় ফ্ল্যাট, সমান বড় কিচেন কিংবা এসির দৌলতে জীবনযাপন সহজ হয়েছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে মানুষ রান্নাঘরে বিদেশী খাবার ‘মোহিতো’ বানিয়ে খাচ্ছে এগুলি বিশ্বায়নেরই অপর একটি দিক।

‘সুখী সুখী খড়কুটো’ গল্পটি অহনা ও সুতীর্থর বৈবাহিক জীবন ও তাদের জীবনে ফেসবুকের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বায়নের ফলে ইকোনমিকাল গ্রোথ একবিংশ শতকের মানুষের জীবনযাপনকে কীভাবে চালনা করছে তা উঠে এসেছে গল্পটিতে। একবিংশ শতকের অন্যতম একটি বিশিষ্ট হল বিনোদন। এই সময়ের মানুষেরা বিনোদনের মাধ্যমে নিজেদের ঘিরে রাখতে বেশি ইচ্ছুক। তাতে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতির চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন বোধ তাদের তুলনামূলক কম। যুগের পরিবর্তনের সাথে তার এক একটি বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে। এই যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল দেখনদারি। ছোট্ট একটি ক্লিকেই নিজের জীবনের গোপনীয় অগোপনীয় সমস্ত দিকই মানুষ মানুষের সামনে তুলে ধরছে। নিজেকে সবসময় নিজের সাধ্যের বাইরে গিয়ে তুলে ধরাই যেন এই সময়ের ‘ট্রেন্ড’। এই তথাকথিত ‘ট্রেন্ড’কে অনুসরণ করতে দেখা গিয়েছে গল্পের মূল নারী চরিত্র অহনাকে।

‘পারাবত’ গল্পটিতে মূলত সম্পর্কের টানাপোড়ন উঠে এসেছে রুকুমিতা ও তার পূর্ব পরিচিত বন্ধুর মধ্যে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে রুকুমিতাকে তার বাবা ও মা নিয়ে আসে মুম্বাইয়ের টপ হিরোয়িন তৈরি করবে বলে। কিন্তু বলিউডে কাজ করতে গেলে হিন্দি জানার পাশাপাশি উর্দুটাও ভালোভাবে শিখতে হয়। গল্পে রুকুমিতা কলকাতার শহর ঘেঁষা এলাকা চাকদার এক ছাপোষা বাঙালি পরিবারের মেয়ে বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে সে সুদূর মুম্বাইতে পাড়ি দেয়। পরিবার পরিজনের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভিন দেশে পাড়ি দেয় শুধুমাত্র কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য। পরিবারকে ভালো রাখার জন্য কিংবা কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ভালো সুযোগ-সুবিধা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে মত মানুষ বিদেশমুখী। এই সবকিছুই যেন আন্তর্জাতিক বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তেমনি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে সারাদিন সমস্ত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার পর পরিবারের মহিলা সদস্যেরা টেলিভিশনের বিভিন্ন জলসা ও ছায়াছবির ঝাঁ চকচকে নায়িকাদের মতন জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে নিজের কন্যা সন্তানটিকেও তেমনি ঝাঁ চকচকে সুন্দরী নায়িকা তৈরি করবে। রুকুমিতার মা ও তেমনটাই ভেবেছিল। সে জন্যই রুকুমিতাকে বাধ্য হয়ে নতুন ভাষা শিখতে হয়েছিল। মনের বিরুদ্ধে গিয়েও শিখতে হয়েছিল অভিযোজন।

> “নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখার দিনগুলোয় তার মারাঠি বলতে, শিখতে না চাওয়ার কারণ ছিল। ভাষাটার মধ্যে একটা রাফনেস আছে মনে হত তার। আর পঁচিশ বছর আগে তখন তো

> নায়িকা মানেই নিটোল সুন্দরী, নরম-সরম, ফুলের মতো একটা মেয়ে। জুহি চাওলা ছিল রুকুমিতার সবচেয়ে পছন্দসই।''[৭]

লোয়ার প্যারেল রেলওয়ের তিন হাজার স্কোয়ার ফুট সম্বলিত প্রায় একশ ত্রিশ বছরের পুরনো কোয়ার্টারে থাকা রুকুমিতা যখন তার পরিচারিকার কাছ থেকে শোনে তাদের পড়শির বিয়ে মুম্বাইয়ের বিখ্যাত আদানি পরিবারের সঙ্গে কিছুটা হতভম্ব হয়ে যায় সে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার সঙে পরিচয় হয় তার পূর্ব পরিচিত রবির সঙ্গে। সে এখন মুম্বাইয়ের বিখ্যাত গায়ক। তবে এখানেই তাদের বন্ধুত্বের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে মানুষ যেন এক প্রতিযোগিতার জীবনযাপন করছে। সমাজে নিজের পরিচয় তৈরি করতে না পারলে, বিখ্যাত হতে না পারলে যেন অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়তে হয়। তা গল্পকার এই গল্পের একটি কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্টভাবে বোঝাতে চেয়েছেন।

> ''এটাই তো মুম্বাইয়ের নিয়ম। কে কী করছে কেউ খবর রাখে না। যতক্ষণ না ফেমাস হয়ে যাচ্ছে, কেউ চিনতে চায় না।''[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গিন্নি' গল্পে বলেছেন—

> ''নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বই আর কিছু নয়, কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশি ভালোবাসে।''[৯]

কবি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। বর্তমানে নাম ও স্টেটাসের মোহ যেন গ্রাস করে ফেলেছে সমগ্র সমাজকে। যার ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা। দিনকে দিন পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের ভাবনা চিন্তা ও জীবনযাত্রা। গল্পে এর পাশাপাশি দেখা যায় নারী জীবনের যন্ত্রণার কথা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিংবা বেগম রোকেয়ার মতো মহান মনীষীরা শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা করলেও সমকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে তবুও তারা যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বলি। গল্পেও তার চিত্র পাই—

> '' 'রুকুমিতা মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তো মেল ডমিনেটেড। এখানে তোর চেহারার ডিম্যান্ড আছে আমি জানি।'
> 'কী আছে আমার চেহারায় মা?'
> 'ওই যে কথায় কথায় চোখের জল ফেলবে। কষ্ট সহ্য করবে। আত্মত্যাগ করবে। ভাল মেয়ে। ভাল প্রেমিকা। ভাল বউ। স্বামী অত্যাচার করলেও 'ফোর নাইনটি এই' করবে না। পরপুরুষকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না।'
> 'এগুলো আছে বুঝি আমার চেহারায়'।''[১০]

'অসভ্য' একুশ শতকের সূচনায় দাঁড়িয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ শব্দটি খুব প্রচলিত একটি শব্দ। সম্পর্কের টানাপোড়ন কিংবা নিজের অধিকারের দাবিতে স্বামী-স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজেদের বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলেও তার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে গিয়ে সমাজে গিয়ে, তৈরি হয় 'মুভ আউট' নামক সংস্কৃতি। স্বেচ্ছাচারের ফলে সম্পর্কগুলিতে সৃষ্টি হয় বিচ্ছেদের। যার ফলে সমাজে জন্ম নেয় পরকীয়া নামক ঘুণপোকা। যা এক মুহূর্তেই নষ্ট করে দেয় এক বা একাধিক সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবারকে। সন্তানদের মধ্যে দেখা দেয় নিরাপত্তার অভাব। জন্ম দেয় বিশ্বাসহীনতার। বর্তমান কেরিয়ার সর্বস্ব জীবনে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ততার কারণে একে অপরকে সময় দেওয়ার অভাবে কিংবা সময়ের সুযোগ নিয়ে একে অপরকে ঠকানোটাও বর্তমানে খুব প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। নারী শিক্ষার দৌলতে মেয়েরা এখন স্বাধীন। বিভিন্ন উচ্চ পদে চাকরির পাশাপাশি নিজের বাড়ি তৈরি করে তাতে নিজের মতন জীবনযাপন করতে তারা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। যেমন - এই গল্পের নায়িকারা। একই ছাদের তলায় জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কাটালেও ব্যক্তিগত জীবনে অধিকারের সুযোগহীন তারা। ফলতই বিচ্ছেদকেই যেন তারা শান্তির অপর নাম হিসেবে বেছে নেয়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 95
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমার এই ফ্ল্যাটটা আমি তিন মাস আগে হাতে পেয়েছি। থ্রি বি এইচ কে। বুক করেছিলাম তিন বছর আগে। ফ্ল্যাটটার চাবি হাতে পেলাম বলেই অর্ণবের সঙ্গে বিচ্ছেদের ডিসিশনটা নিতে পারলাম। নইলে আমার আর নতুন বাড়ি-টাড়ি দেখে শিফট করার মতন উৎসাহ ছিল না। আর অর্ণব ও কিছু উচ্চবাচ্য করছিল না ডিভোর্স নিয়ে। যে যার চাকরি নিয়ে আর ব্যক্তিজীবন নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যেই ওই এক ছাদের নীচে থাকছিলাম। ঠিক এই সময়েই বিল্ডার জানালো, ফ্ল্যাট রেডি হয়ে গিয়েছে। আর আমিও অর্ণবের সঙ্গে কথা বলে একসঙ্গে ল-ইয়ারের কাছে গিয়ে মিউচুয়াল ডিভোর্সের কাগজে সই করে এলাম।"[১১]

অর্থাৎ নারী স্বাধীনতার মূল বক্তব্যই হল মেয়েরা যাতে নিজেদের মতন স্বাধীন ভাবে বাঁচতে পারে। নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার অধিকার যেন তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। 'লিভ ইন' সংস্কৃতি বর্তমান যুব-সমাজে এখন বহুল প্রচলিত বিষয়। বিশ্বায়নের ফলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতীয় যুবক যুবতীরাও যেন এই জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে। গল্পের চরিত্রগুলি দ্বারা গল্পকার এই সময়ের লাভ ইন চরিত্রকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তারা মনে করে—

> " 'লিভ ইনটাও একটা দাম্পত্য, তাই না'। তারা ভাবে— 'লিভ ইন তো এরকমই হয়'। এক সঙ্গে থাকতে শুরু করে দেয় দুম করে। কীভাবে যেন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়। একটা জীবন গড়ে ওঠে।"[১২]

অপরদিকে বিশ্বায়নকে প্রগতি দান করি যন্ত্রের ব্যবহার যেন মানব জীবনযাপনকে অনেক সহজ-সরল করে তুলেছে যা এই গল্পের অন্যতম দিক। যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন যেমন সহজ-সরল হয়ে উঠেছে। তেমনই মানুষের চোখের সামনে খুলে গেছে বিনোদনের দরজার যার ভয়াবহ ফল ভোগ করছে বর্তমান প্রজন্ম।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়ের, সঙ্গীতা, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ১
২. তদেব, পৃ. ২
৩. তদেব, পৃ. ৩
৪. তদেব, পৃ. ৪
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. তদেব, পৃ. ৩৪৬
৭. তদেব, পৃ. ৩৭৯
৮. তদেব, পৃ. ৩৮১
৯. ঘোষ, সোনালি, 'সংকলিতা', পাওয়ার পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৪, নবম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৬
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়ের, সঙ্গীতা, 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৮১
১১. তদেব, পৃ. ৪১৩
১২. তদেব, পৃ. ৪১৬

Bibliography:

খান, ইয়াসিন (সম্পা.), ‘সমকালীন ভাবনায় নারী’, এডুকেশন ফোরাম, ৭৩ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫

দাস, শকুন্তলা (সম্পা.), ‘নারী প্রগতি নানা ভাবনায়’, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৯

বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), ‘প্রসঙ্গ : মানবীবিদ্যা’, উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, পঞ্চম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০২১

বসু, রাজশ্রী, ‘নারীবাদ’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১২

চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), ‘নারীপৃথিবী : বহুস্বর’, উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০২১

চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা ও দাস (বোস), বনানী (সম্পা.), ‘বিশ্বায়নের যুগে নতুন আঙ্গিকে ভারতের বিদেশনীতি’, মিত্রম্, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০২৩